নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

ভিকারুননিসার অধ্যক্ষসহ ৩ শিক্ষকের চাকরি গেল

ক্লাস টিচার হাসনা হেনা রাতে গ্রেপ্তার # শনিবার থেকে ক্লাস পরীক্ষা শুরু

প্রকাশ | ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট: ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮, ০৯:০২

ইউসুফ সোহেল

অরিত্রি অধিকারীর আত্মহননের ঘটনায় রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন ফেরদৌসসহ তিন শিক্ষককে গতকাল অব্যাহতি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডি। এর আগে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে অরিত্রির আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাদের বরখাস্ত ও এমপিও বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। রাতে রাজধানীর উত্তরা থেকে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তারও করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

এদিকে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি জানিয়েছে, স্থগিত পরীক্ষা আগামী শনিবার থেকে পূর্বনির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী হবে। অরিত্রির অকালমৃত্যুকে ‘হত্যা’ আখ্যা দিয়ে ঘটনায় দায়ী শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করে কঠোর বিচারের দাবি জানিয়ে গতকালও দিনভর রাজধানীর বেইলি রোডে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ করে অরিত্রির সহপাঠীরা। ৬ দফা দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষাও বর্জন করে। সব দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবিগুলো হলোÑ অভিযুক্ত শিক্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, স্কুলে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন বন্ধ, কথায় কথায় টিসি দেওয়ার ভয় না দেখানো, মানসিক সুস্থতার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে কাউন্সেলিং করানো এবং গভর্নিং বডির সব সদস্যকে অপসারণ।

গতকাল সকালে শান্তিনগরে অরিত্রির বাসায় গিয়ে দেখা যায়, পড়ার টেবিলে থরে থরে সাজানো তার বই-খাতা। পাশের চেয়ারে দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে মনমরা হয়ে বসে আছে তার পোষা বিড়াল ‘কুট্টুস’। তিন দিন ধরে কিছু খায়নি এ পোষ্য। পাশের বিছানায় কালো রঙের ব্যাগে রাখা অরিত্রির গিটার। দেয়ালে সাঁটানো ছবি, সেলফে জুতা, খেলার ব্যাটÑ যেখানে যা ছিল, সবই আছে আগের মতো; নেই কেবল অরিত্রি। মর্মান্তিক এ ঘটনায় শারীরিক-মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন মা-বাবা ও ছোট বোন অরুণীমা। গতকালও বাসাটিতে ছিল সান্ত¡না দিতে আসা আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড়।

এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি গতকাল সকালে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। এতে বলা হয়, অরিত্রি ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্মম, নির্দয় আচরণ কিশোরীটিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। এর পরই অধ্যক্ষ নাজনীন ফেরদৌসসহ তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটি স্কুলটির নানা অনিয়মের অভিযোগেরও সত্যতা পেয়েছে। এসব অভিযোগের অধিকতর তদন্ত করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব তথ্য জানিয়ে বলেন, ‘অরিত্রির আত্মহত্যার ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন ফেরদৌস, প্রভাতি শাখার প্রধান জিন্নাত আরা এবং শ্রেণি শিক্ষক হাসনা হেনাকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছি। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এমপিও বাতিল করা হয়েছে।

এ ছাড়া গভর্নিং বডির বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অপরাধে জড়িত থাকায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবে না। থানাও যোগাযোগ করেছে আমাদের সঙ্গে। থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।' তিনি আরও বলেন, 'সব শিক্ষক এ রকম নন; ভালো শিক্ষকও রয়েছেন। দরদি শিক্ষক রয়েছেন, শিক্ষার্থীকে ভালোবাসেন, এমন শিক্ষক আরও বেশি এগিয়ে আসবেন, অন্য শিক্ষককে প্রভাবিত করবেন। ম্যানেজিং কমিটিতে যারা আছেন, তারা শুধু খবরদারি করার জন্য নয়, সার্বিকভাবে শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের গুণগতমান উন্নয়ন, মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়নে আরও বেশি করে নজর দেবেন।'

গতকাল সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডির সদস্য আতাউর রহমান জানান, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযুক্ত ৩ শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আগামী শনিবার থেকে পূর্বনির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা হবে। স্থগিত হওয়া বুধবারের পরীক্ষা হবে আগামীকাল শুক্রবার। আজ বৃহস্পতিবারের পরীক্ষা হবে আগামী মঙ্গলবার।

এদিকে অরিত্রির আত্মহত্যার ঘটনায় করা মামলাটি পল্টন থানা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে (ডিবি) স্থানান্তর করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ এনে অরিত্রির বাবা দিলীপ অধিকারী তিন শিক্ষক-নাজনীন ফেরদৌস, জিন্নাত আরা ও হাসনা হেনাকে আসামি করে মামলাটি করেন। এর মধ্যে গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে শ্রেণি শিক্ষক হাসনা হেনাকে উত্তরা থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ডিবির উপকমিশনার খন্দকার নুরুন্নবী জানান, উত্তরার হোটেল ইন থেকে গ্রেপ্তার শিক্ষিকাকে ডিবির কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) তাকে আদালতে হাজির করা হবে। এ ছাড়া মামলায় অভিযুক্ত অন্য দুই আসামিকেও গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলায় আগামী ৯ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল ঢাকা মহানগর হাকিম সাদবীর ইয়াছির আহসান চৌধুরী এ তারিখ ঠিক করেন। দ-বিধি অনুযায়ী, এ অভিযোগ প্রমাণ হলে মৃত্যুদ- পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।